বাংলা একাডেমী পুরস্কার

বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তিতে

লুৎফর রহমান রিটনকে সম্বর্ধনা ।

জসিম মল্লিক

গত ২৪ মে প্রখ্যাত ছড়াকার, গদ্য লেখক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন সদস্য লুৎফর রহমান রিটনকে টরন্টোবাসীর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় । সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান । এ উপলক্ষ্যে আলবার্ট ক্যাম্পবেল লাইব্রেরী মিলনায়তনে এদিন এক মনোরম সন্ধ্যা উপহার পেলো টরন্টোর সাহিত্যপ্রেমীরা । লুৎফর রহমান রিটনের সজীব ও সপ্রতিভ উপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটি প্রানময় হয়ে উঠে । গতানুগতিকতার বাইরে এই অনুষ্ঠানে রিটনের বন্ধু ও ভক্তরা তাকে কাছে পেয়ে উৎফুল্য হয়ে উঠেন এবং প্রত্যেকে তাদের মজার মজার স্মৃতিচারনে মেতে উঠেন । অনুষ্ঠানটি শ্রোতা দর্শকরা প্রানভরে উপভোগ করেন । নাচ গান ছাড়াও একটি আলোচনা অনুষ্ঠান যে এতখানি আনন্দমুখর হতে পারে তার কারণ রিটনের উপস্থিতি । অনুষ্ঠানে প্রানময় আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকি, আজিজুল মালিক, সৈয়দ ইকবাল, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ফেরদৌস নাহার, জসিম মল্লিক ইকবাল হাসনু, কে এম হাবিবুল্লাহ, মাসুম রহমান, আহমেদ হোসেন, মেহরাব রহমান প্রমূখ । লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া থেকে পড়ে শোনান অনন্ত আহমেদ এবং শিশু রিংকেল ও তাসনিম আহমেদ অর্নি । এর আগে রিটন অনুষ্ঠান স্থলে এলে তাকে ফুল দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানান সুভানুধ্যায়িরা । জিনিয়া হক ন্যু ছড়াকারকে ফুলের মালা দেন ।

বক্তারা স্মৃতি চারন ছাড়াও রিটনের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন । রিটনের সমাজ সচেতনতা ও যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা স্মরন করা হয় । ৮০ টিরও অধিক গ্রন্থের প্রনেতা রিটন বাংলা একাডেমী ছাড়াও অগ্রনী ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরো অনেক পুরষ্কার পেয়েছেন । তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং আরো বেশী বেশী শিশুদের জন্য লিখবেন বলে আশা করেন বক্তারা । জবাবে রিটন তার চিরাচরিত চমৎকার হাস্যোজ্জল কথকতায় অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত করে তোলেন এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । উপস্থাপনায় ছিলেন মঞ্জুলী কাজী । সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজন ও গ্রন্থনা করেন কবি দেলওয়ার এলাহী ।

টরন্টো, কানাডা